সঞ্চারিনীর কবিতা

উড়ছে বেলুন

নি:সীম শুন্যতায় উড়ছে বেলুন
শুন্যমন্ডল ছাড়িয়ে উঠছে উপড়ে , আরো বহু দূর
মেঘের স্তবক কেটে মিশে যাচ্ছে , আকাশের বুকে নিবির আদরে
চোখ বুজে পাড় হতে হবে , আর-ও কতক কষ্ট-স্তর . . .

কোমল অস্তিত্বে নেই খাঁজকাটা কোন যন্ত্র
তবু-ও এই-সব লেন-দেন , মনে-মন , ধাতব রমণ
মানবররূপী হিংস্র দানবের সাথে বেঁধে যাওয়া সংঘর্ষ
এড়িয়ে যেতেই হবে
লুকিয়ে ফেলতে হবে অনুভূতির সরল প্রকাশ
সহজ মনের অস্তিত্ব

নইলে থুবড়ানো মুখ থ্যাঁতলে পড়ে রবে জীবন সংকটে
হারিয়ে ফেলবে কল্পনার ফানুস
উড়বার ডানা
স্বপ্ন দেখার মায়াবী দু’টি চোখ
বাঁচতে তো হবে !

নি:সঙ্গ আকাশ

আবক্ষ প্রেমের সূধা , নি:সঙ্গ উদার আকাশ
বিষাদের নীল ঢেউ চাদরে জড়ানো তার মন
মেঘের বাবরীতে পুঞ্জিভূত ব্যথা ; অপ্রকাশ

চন্দ্র সূর্য গ্রহ নিহারিকা ; সবাই থেকেও নেই যেন কেউ
এতটা করেও মনোযোগ পেলোনা সে কারও
পৃথিবীতে কি কার-ও জন্ম দিতে শুধুই
পেতে নেই বুঝি তার কোনও কিছুই ?

ভাবনার প্রহর কাটে রাতের দাফনে
আসে সঙ্গিহীন বিধবার শাদা ভোর
আকাশটা কেঁদেছে অঝোর ; কাল রাতে
দীঘির চোখে এঁকে দিয়েছে জল-কাজল
আড়াল খুঁজছে কষ্ট-শ্রমিকের ঘাম
নিজের ভেতরেই গুমড়ে মরছে নিজে

করোটি ছত্রাক

না বলা কথার ছত্রাক মগজের শাদা
নিগূঢ় স্তবকে
স্যাঁত-স্যাঁতে পেঁজা তুলোর আবেগ , মুখ গুঁজে রয়
চিনির সিরাতে

এখন ও ঠিক হয়নি সময়
অপেক্ষায় রত -
অ-রৌদ্র ছায়ে ,
করোটি খুলে লৌধ্র-রেণু কোন্
ফুটাবে আশ্চর্য ফুল এক -
মাঝ রাতে ।

অবাক বিশ্ময়ে চেয়ে দেখে পৃথবী !
সেই সব কথা তার
রূপোলী পাতায় লিখা আছে -
সোনালী হরফে

বিকল্প সূর্য

আড়াল কেন তুমি মিথ্যে কৌশলের ছলে
ডুবালে সূর্যকে ঘোর অমানিশার কালে
অত্যুজ্বল তুমি আলোর রোদ্দুর মাখা
চোখের মনি-দ্বীপে নিবির স্বপ্ন আঁকা
চাঁদনীর রুপোলী অন্তহীন রাত ঘিরে
তোমার হাসি দেখি অসীম নীলাকাশ জুড়ে

অবশেষ

একসাথে বসবাস
যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ
                    এক সাথে
তবুও -
কতিপয় অভিযোগ অনুযোগ জীবনের
                প্রতিটি পরিচ্ছেদ ভরে তোলে
                                        বিভাজনে

শুন্য পড়ে থাকে অবশেষ
নি:স্ব অংক খাতার পাতা
                কিছুই মিললোনা শেষে
                ঐশ্বর্য্যশীল সময়ের পাতে